



গুজরাটের গান্ধীগ্রামে কাভুলা বন্দরে বিবিধ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ কাভুলা’কে এক প্রকার ক্ষুদ্রে ভারত বলা যায়, মিনি ইন্ডিয়া

Posted On: 22 MAY 2017 1:04PM by PIB Kolkata

উপস্থিত ভাই ও বোনেরা,

কাভুলা’কে এক প্রকার ক্ষুদ্রে ভারত বলা যায়, মিনি ইন্ডিয়া। আর আজ বিমানবন্দর থেকে কাভুলা বন্দর আসার পথে দু’পাশে যেভাবে দেশের সকল প্রদেশের মানুষ মাইডিয়ে হাত নাড় ছিলেন – এই স্বাগত অভ্যর্থনার জন্য আমি আপনাদের কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ।

একথা বলে বোঝানোর দরকার নেই যে, আমি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন এই কচ্ছ-এর সঙ্গে আমার কেমন সম্পর্ক ছিল! ব্যবসার আপনাদের মাঝে এসেছি। কচ্ছ-এর মাটির একটি আলাদা শক্তি রয়েছে। ২০০ বছর আগেও কেউ কচ্ছ-এর যে কোনও প্রান্তে গেলে যে আতিথেয়তা পেত, তাতে শরীর ও মন চান্সা হয়ে যেত। আমরা কচ্ছ-এর মানুষ জলের রাজ্যে বাসকরি। তবুও জল ছাড়া জীবন কাটাতে হয়। মানুষের জীবনে জলের কত গুরুত্ব, তা কচ্ছ-এর মানুষ খুব ভালোভাবেই বোঝেন। বিশাল সমুদ্র, মরুভূমি, পাহাড়, গৌরবপূর্ণ ইতিহাস, পাঁচ হাজার বছর পুরনো মাবন সংস্কৃতির প্রস্তুতাত্মিক নিদর্শন – কচ্ছ-এর কী নেই? কেবল ভারত-কেই সমৃদ্ধ করা নয়, গোটা বিশ্বকে চুষকর মতো আকর্ষণ করার সামর্থ্য এই মাটির রয়েছে।

একটু আগেই নীতিনজি বলছিলেন, আজকের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার রূপ সম্পর্কে। বিশ্ব বাজারে ভারত’কে যদি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হয়, তা হলে বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্যে ভারত’কে নিজের স্থানপাকা করতে উন্নত মানের বন্দর ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। এই কাভুলা সমুদ্র বন্দরে আজ যেসব ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, কেউ কল্পনা করতে পারেননি, এত কম সময়ে আজ কাভুলা সমুদ্র বন্দর গোটা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সমুদ্র বন্দরগুলির মধ্যে নিজের স্থানকর নিয়েছে।

গত এক-দু বছরে লিকুইড কার্গো, ডাই কার্গো আর সমুদ্র বন্দর ক্ষেত্রে কর্মরত প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন, সমুদ্র বন্দর ক্ষেত্রের অর্থনীতিকে যাঁরা জানেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য এই প্রবৃদ্ধি একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, একটি বিশেষ সাফল্য। আর ধীরে ধীরে এই বন্দরে কর্মরত প্রত্যেকেই তা অনুভব করছেন। শ্রমিক-কর্মচারীদেরই উনিয়ন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু সবাই মিলেমিশে আমরা এই বন্দরের শক্তি বাড়াই। প্রথম শক্তি পরিকাঠামোর, দ্বিতীয় শক্তি দক্ষতার, তৃতীয় স্বচ্ছ প্রশাসনের। আর এগুলির সমবেত পরিণামে এই বিপুল সাফল্য, যা আগে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। একটু আগেই নীতিনজি বলছিলেন, ইরানের চাবাহার সমুদ্র বন্দর উন্নয়নে ভারত অংশ গ্রহণ করেছে, সেই সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে কাভুলা সমুদ্র বন্দরেরও সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এইসুই সমুদ্র বন্দর যুক্ত হওয়ার মানে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। আজ কাভুলা সমুদ্র বন্দরে যান্ত্রিক পরিষেবা উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৪ এবং ১৬ বর্গকিলোমিটার বিস্তার এবং উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। আর পরিবর্তিত যুগের চাহিদা আর সমুদ্র বন্দর শহরের ধারণা মাথায় রেখে উন্নয়ন ও আর্থনৈতিক গতিবিধি সচল করার বদোবস্ত করা হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে প্রশস্ত সড়কপথ নির্মাণ করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ভারতের প্রত্যেক প্রান্তের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ গড়ে উঠবে। যেভাবে সমুদ্র প্রত্যেক জাহাজের ‘টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম’ থাকে, অর্থাৎ জাহাজ আসার পর পণ্য ওঠা-নামার দক্ষতা বিশ্বমানের হতে হবে। ভারতে সর্বত্র এই বিশ্বমানের সময় রাখা যাম্ছিল না। নীতিনজির নেতৃত্বে এই ‘টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম’ হ্রাস করার জন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাফল্যও এসেছে। ‘টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম’ হ্রাস করার ক্ষেত্রে যেসব ট্রাকগুলো পণ্য পরিবহনকরে, সেগুলি কত দ্রুত পণ্য খালাস করে আবার পণ্য বোঝাই করে ফিরে যায়, সেটাও বিবেচ্য। গোটা গুজরাটের হিসাবেই কাভুলা আজও একটি ছোট শহর, দেশের হিসাবে তো কাছেই পড়ার কথা নয়। কিন্তু আজ এই কাভুলাতেই প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে নানা প্রকল্প আসছে। এক হাজার কোটি টাকা কোনও ছোট আঙ্ক নয়। আমরা কল্পনা করতে পারি, কত দ্রুত কাজ এগোচ্ছে।

একটু আগেই বলা হচ্ছিল যে, সড়ক প্রশস্তকরণের কাজে দু’বছরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। আমি নীতিনজিকে বলছিলাম, তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতে সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে গতি এসেছে, অনেককাল ভারত এই গতি দেখেনি। আমি তাঁকে বলছিলাম, আপনার এই যে দ্রুত কাজ করানোর ক্ষমতা তার সুফল যেন গুজরাট-ও পায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমাকে কী করতে হবে? আমি বলি, এই যে ২৪ মাসের লক্ষ্য মাত্রা রেখেছেন, সেটাকে কমিয়ে ১৮ মাস করুন। আমার বিশ্বাস, নীতিনজি ইশারায় তাঁর টিমকে ইতিমধ্যেই সেই বার্তাপৌছে দিয়েছেন আর আগামী ১৮ মাসের মধ্যেই হয়তো এই কাজ সম্পূর্ণ করে ছাড়বেন।

আজ এখানে বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে একটি কনভেনশন কেন্দ্র গড়ে উঠছে। এখানকার মানুষের প্রয়োজন অনুসারে, অনেকটা অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠছে। কিন্তু আমি যখন তাঁদের নকশা দেখলাম, আমার মনে হ’ল, রবিভাই হয়তো ভয়ে ভয়ে এই নকশা বানিয়েছেন। হয়তো তিনি ভেবেছেন, এত টাকা কোথা থেকে আসবে, কিভাবে হবে? আমি নীতিন জি কে বললাম, প্রকল্পকে ছোট হতে দেবেন না। নতুনভাবে ভাবুন। তিনি আমার কাছে ভাবার জন্য কিছুটা সময় চেয়েছেন। যেভাবে কচ্ছ-এর উন্নয়ন হচ্ছে, আজ ভারতের প্রত্যেকটি জেলার উন্নয়ন যেরূপগতিতে হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে একটি জেলা হ’ল কচ্ছ। এই কনভেনশন সেন্টার এই উন্নয়নের প্রতীক। ১৯৯৮ সালে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে এই জেলা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ২০০১ সালে ভূমিকম্পে যেভাবে তছনছ হয়ে গিয়েছিল, তারপরও এই জেলা আজ এই অবস্থায় পৌছতে পারবে, তা কেউ কল্পনা করতে পেরেছেন? এই জেলার শক্তি দেখুন, এখানকার মানুষের ইচ্ছাশক্তি দেখুন। এই কাভুলা আবার গুজরাটের অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। কাভুলা সমুদ্র বন্দর ভারতের অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করতে পারে। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি। ভারতে সমুদ্র বাণিজ্যের ঐতিহ্যসহস্র বছর পুরনো। লোখালে পাঁচ হাজার বছর আগে সমুদ্র বাণিজ্যের বিশাল কেন্দ্র ছিল। পাশেই ছিল বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০টিরও বেশি দেশের ছেলেমেয়েরা এসে পড়াশুনা করতো। আর লোখাল বন্দরে ৮৪টি দেশের পতাকা সর্বদাই উড্ডীয়মান থাকতো। পাঁচ হাজার বছর আগে! এই দেশ সমুদ্র জাহাজ নির্মাণেও পারদর্শী ছিল। এইকচ্ছ-এ আমাদের পূর্বজরা জাহাজ নির্মাণ করতেন। গোটা পৃথিবীকে উন্নতমানের জাহাজ সরবরাহের ক্ষমতা ছিল আমাদের। সেই সামর্থ্যকে আবার পুনর্জীবিত করা যেতে পারে।

আজ কাভুলা সমুদ্র বন্দরে নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত কাঠ বিপুল মাত্রায় আমদানি হয়। আমাদের কচ্ছ-এর কাঠের ব্যবসায়ীরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্য করেন। এই নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত কাঠে মূল্য সংযোজন ও কচ্ছ-এর মাটিতেই হতে পারে। গোটা বিশ্ব থেকে আমদানি করা কাঠে আমাদের শিল্পীরা নিপুণ কাঠশিল্পের মাধ্যমে সৌন্দর্যমান করতে পারেন। নানারকম কলাকৃতি সমৃদ্ধ এই কাঠ আবার আমরা অনেক বেশি দামে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি। এই কাঠ দিয়ে সারা পৃথিবীতে বাড়ি-ঘর, মন্দির, উপাসনালয় গড়ে তোলার চাহিদা সৃষ্টি হবে। লবণ রপ্তানির ক্ষেত্রে সমুদ্রপথে যত বেশি ব্যবহার করা যায়, তত সাশ্রয় হবে। দেশের মধ্যেই জল পরিবহণের মাধ্যমে সমুদ্রপথে তটবর্তী সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার এলাকায় অনেক কম খরচে জল পৌছে দেওয়া যেতে পারে। রেল কিংবা সড়ক পথে কাভুলা থেকে কলকাতা পণ্য পরিবহণ হত খরচ হয়, তার থেকে অনেক কম খরচে সমুদ্রপথেপণ্য পৌছনো যাবে। এই পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। আগামী দিনে দেশবাসী এর দ্বারা লাভবান হবেন।

আমাদের নীতিনজির একটি স্বপ্ন রয়েছে। লোখালে ভারতের মহান ঐতিহ্যের সংগে তিনিবিশ্ববাসীকে পরিচয় করতে চান। বিশ্বমানের একটি মিউজিয়াম গড়ে তুলতে চান। বিশ্ব বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি’র অবদান অনস্বীকার্য। একটু আগেই মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন, সম্প্রতি তাঁরা এখানে একটি লৌ-বংশ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য বিধানসভায় বিল পাশ করেছেন। আমার শুভেচ্ছা রইল। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুজরাট সমুদ্রতট’কেব্যবহার করে লাভবান হবে। ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটি নতুন শক্তিরূপে আশ্ম প্রকাশ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভাই ও বোনেরা, আগামী ২০২২ সালে ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি পালন করবে। আজ আমি কাভুলার মাটিতে এসেছি। কাভুলাবাসী, কচ্ছবাসী, গুজরাট তথা দেশের মানুষের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদান ও সমস্ত যৌবন কারাবাসের ফলস্বরূপ এই স্বাধীনতা এসেছে, যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন, যে মহাপুরুষদের আত্মবলিদানের ফলে তাঁদের চার পুরুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের স্বপ্নের ভারত আজও গড়ে ওঠেনি। তাঁদের স্বপ্ন পূরণের স্বার্থে আমরাবাসী সংকল্প গ্রহণ করতে পারি? যাতে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করতে পারে, একথা মাথায় রেখে আমরা ইতিবাচক কিছু করব। ব্যক্তি হিসাবে, পরিবার হিসাবে, সংস্থা হিসাবে, পঞ্চায়েত-পৌরসভা-রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারে যিনি যে দায়িত্ব রয়েছেন, সকলেই সংকল্প গ্রহণ করি যে, আগামী পাঁচ বছরে আমরা কিছু করে দেখাবো।

এ দেশের গরিব মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে হবে। রাস্তার গ্যাসের সংযোগ থেকেশুরু করে গরিবের কুঁড়ে ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ, আমাদের স্বপ্ন হ’ল ২০২২ সালের মধ্যে ভারতের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বাড়ি থাকবে, সেই বাড়িতেবিদ্যুৎ, পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকবে – এই স্বপ্ন নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

এ বছর আমরা পণ্ডিত নীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষ পালন করছি। দরিদ্রদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি দেশকে যে আলোকবর্তিকা দেখিয়ে গেছেন, তাঁর জন্মশত বর্ষে আমরাবাঁচার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবি। আমি কাভুলাপোর্ট ট্রাস্টকে, নীতিনজিকে, তাঁর বিভাগকে একটি পরামর্শ দিতে চাই – এই কাভুলা সমুদ্র বন্দরকে পণ্ডিত নীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে নামাঙ্কিত করুন। তা হলে যিনি সারাজীবন গরিব মানুষের উন্নয়নের কথা ভেবে গেছেন, সেই নীন-দয়াল ভাব আমাদের মনে সন্মাজাগ্রত থাকবে, যাতে আমরা সমাজের অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত, পীড়িত মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার কাজ করতে পারি।

আমি আরেকবার এই কচ্ছ-এর মাটিতে আপনাদের সম্মনে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সবাই বিপুল সংখ্যায় এসে আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, নীতিনজিকেও কৃতজ্ঞতা জানাই - এই অনুষ্ঠানে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

অনেক অনেক ধন্যবাদ।

Background release reference

কচ্ছ-এর মাটির একটি আলাদা শক্তি

